মেহেরপুরের সাথী বোস ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। ছেড়েছিলেন নিজের ধর্ম। এখন সেই ভালোবাসার মানুষকে হত্যার মামলায় জড়ানো হয়েছে তাকেই। অসহায় দু'টি সন্তান নিয়ে ঘুরছেন দ্বারে দ্বারে। কাটাচ্ছেন অমানবিক জীবন। স্বামীর কোটি টাকার সম্পদের দিকে নজর অনেকের...

একজন সাথী বোস একটি মামলা এবং কোটি টাকার সম্পদ

রিপোর্ট করেছেন **জয়ন্ত আচার্য**

শরৎচন্দ্রের বিলাসী বেঁচে ছিলেন সামাজিক দ্বন্দ্ব-প্রতিঘাতের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের হৈমন্তীকে করতে হয়েছে নিরন্তর সংগ্রাম। বাঙালি নারীর প্রতিকৃতি চিত্রিত হয়েছে এভাবে। তবে তা পঞ্চাশ বছর আগের প্রেক্ষাপটে। এখন নারী স্বাধীনতা, সাম্য, মানবাধিকারের জন্য চলছে বিজ্ঞ মহলে সোচ্চার বক্তব্য। তারপরও প্রশ্ন ওঠে, বাঙালি নারী কি হৈমন্তী, বিলাসীর সময়কে উত্তীর্ণ করতে পেরেছে?

নারায়ণগঞ্জের রিমিকে জীবন দিতে হয় যৌতুকের জন্য। এসিডে দগ্ধ হয় সাতক্ষীরার রেহানা। চারুকলার মেয়ে সিমিকে কাজ শেষে রাতে ফিরতে হতো। বখাটে ছেলেদের উৎপাতের প্রতিকার চেয়েছিল সে। কোনো পথ খোলা পায়নি আত্মহত্যা ছাড়া। বাঙালি নারীর জীবন ক্রমেই জটিল হচ্ছে। ধর্মীয় সামাজিক প্রতিকূলতার সঙ্গে এখন আর্থিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক জটিলতার মাঝে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আজকের নির্যাতিত, সংগ্রামী বাঙালি নারীর প্রতিকৃতি মেহেরপুরের সাথী বোস। বংশ, ধর্ম, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক টানাপড়েনের মাঝে চলছে তার বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত।

মেহেরপুর। দেশের সীমান্তবর্তী জেলা। এই ছোট জেলা শহরের বড় বাজারের পাশে বোস পরিবারের বাস। জমিদার ঐতিহ্যের ভগ্নদশা সযত্নে লালন করে চলছে পরিবারটি। তিনতলা দালান। ইটগুলো ক্ষয়ে পড়ছে। চারদিকের দেয়াল শ্যাওলায় ছেয়ে যাচ্ছে। সামনে বিশাল মাঠ। অনেকটা পরিত্যক্ত। এ বাড়ির সন্তান সাথী বোস। ভালোবাসার টানে ধর্ম ত্যাগ করে '৭৫ সালে বিয়ে করেছিলন স্থানীয় যুবক গোলাম সারোয়ার টিপুকে। '৯৫ সালের ২৭ মে এ বাড়ির নিচতলায় একটি কামরায় গলিত অবস্থায় পাওয়া যায় টিপুর মৃতদেহ। টিপুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মেহেরপুরের রাজনীতি নতুন মেরুকরণে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একে অপরকে ঘায়েল করতে টিপুর রহস্যজনক মৃত্যুকে ব্যবহার করা শুরু করে। শুরু হয় টিপুর রেখে যাওয়া সম্পত্তি দখলের চেষ্টা। বোস বাড়ির সম্পত্তি দখলের পাঁয়তারা চালায় অনেকে। টিপু হত্যা মামলায় জড়ানো হয় সাথী, তার মা বানী বোসসহ কয়েকজনকে। চার মাস তাদের কারাগারে থাকতে হয়। মানবাধিকার সংগঠনের হস্তক্ষেপে তারা উচ্চ আদালত থেকে জামিন পান। হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় ট্রায়াল চলাকালীন আসামিরা জামিনের অপব্যবহার না করলে জামিন বলবৎ রাখতে। থানা, সিআইডি কর্মকর্তাদের ছয়বার তদন্তের পর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট নজরুল ইসলাম বিচার বিভাগীয় তদন্ত রিপোর্ট দেন। সাথী ও সাথীর মা বানী বোসকে ২৫ আগস্ট ২০০২ আদালতে উপস্থিত হবার সমন জারি করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এদিন তাদের উচ্চ আদালতের জামিনের নির্দেশ উপেক্ষা করে কোর্ট হাজতে পাঠায়। নিম্ন আদালতের এমন আচরণে হতবাক হয়ে পড়ে মেহেরপুরের

আইনজীবীরা, সচেতন মহল। পরবর্তীতে সেশন জজ তাদের জামিন দিলেও অবুঝ দুই সন্তানকে নিয়ে সাথী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। বংশ, ধর্ম, সম্পত্তি, রাজনীতি, প্রশাসনের টানাপড়েনে সাথীর জীবন ক্রমেই বিষিয়ে উঠছে।

সাথী বোস : জন্ম থেকেই অনিশ্চয়তা

আঠারো শতাব্দীতে উমেষচন্দ্র বোস মেহেরপুরে জমিদারের গোড়াপত্তন ঘটিয়েছিলেন। মেহেরপুরের এক-তৃতীয়াংশ জায়গা ছিল এই বোস পরিবারের নিয়ন্ত্রণে। উমেষচন্দ্র বোসের দুই ছেলে চারুচন্দ্র বোস, সুরেন্দ্রনাথ বোস। চারুচন্দ্র বোসের এক ছেলে আশুতোষ বোস। আশুতোষ বোসের চার সন্তান পরিতোষ, মহিতোষ, মায়াতোষ, ভবতোষ। মহিতোষের সন্তান সাথী বোস। ভবতোষের সন্তান বাবুয়া বোস এখন বোস পরিবারের জমিদারির ঐতিহ্য রক্ষার দাবিদার। ন্যাপের সাম্যবাদী রাজনীতিতে 'বিশ্বাসী' হয়েও তিনি সাথী বোসকে বোস পরিবারের সন্তান হিসেবে মানতে রাজি নন। তার মতে, সাথী এ বাড়ির আশ্রিতা বানী বোসের সন্তান। যার সঙ্গে কাকা মহিতোষের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বোস পরিবার এ সম্পর্ক মেনে নিতে পারেনি। তিনি ২০০০কে বলেন, 'আমি সাথীর রক্তকে স্বীকার করি না। যদিও সে নিজে বোস পদবিটি ব্যবহার করে।' সাথীর জন্মের মাত্র তিন বছর বয়সে মহিতোষ মারা যান। বোস পরিবারে স্বীকৃতি না পাওয়ায় আরো অসহায় হয়ে পড়েন বানী বোস। এ সময় বাবুয়া বোস সাথী ও তার মাকে ভারত পাঠিয়ে দেয়। নিজেই বোস পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নেয়। কয়েক মাস পরে স্থানীয় কয়েকজন লোকের সহযোগিতায় বানী বোস ভারত থেকে আবার মেহেরপুরে ফিরে আসে। বাবুয়া বোস বানী বোসকে জমিদার বাড়িতে উঠতে দিতে অস্বীকার করে। বানী বোস পাশেই তখন ভাড়া বাড়িতে ওঠেন। তাদের পাশে থাকত টিপুদের পরিবার। প্রতিবেশী হওয়ায় দুই পরিবারের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। টিপুর বয়স তখন প্রায় ১০ বছর। সে হয়ে ওঠে সাথীর খেলার সাথী। বানী বোস টিপুকে ছেলের মতোই দেখতে থাকেন। বানী বোস বাড়ির সম্পত্তির অধিকার ফিরে পেতে আদালতে মামলা করেন। '৬৪ সালে এ মামলা শুরু হয়। বারো বছর ধরে চলে মামলা। টিপু বড় হয়ে এ মামলা দেখাশোনা করতেন। '৭৫ সালে বানী বোসের পক্ষে মামলার রায় ঘোষিত হয়। বোস পরিবারের সম্পত্তির অংশীদার হন তারা আইনগতভাবে। কিন্তু দখল পেতে তারপরও তাদের কষ্ট হয়। টিপুর উদ্যোগে জমিদার বাড়িতে স্থান হয় তাদের। সাথী-টিপুর মধ্যে গড়ে ওঠে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। কয়েক দিন পরে দু'জনের বিয়ে হয়। সাথী রেজিস্টারের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত হয়ে টিপুকে বিয়ে করেন। বিয়ের পরের দিনগুলো ভালোই চলছিল। পরিবারে আসে দুই সন্তান। সোহাগ ও শুভ। সাথীর মা বানী বোস বাড়ির সামনে মাঠের প্রায় ২৫ শতাংশ জায়গা লিখে দেন টিপুকে। এ মাঠটি দখলের চেষ্টা চলছিল নানা মহলের। একটি মহল মাঠটিতে সিনেমা হল বানাতে তৎপর হয়ে ওঠে। টিপু ঠিকাদারি ব্যবসা করতেন। এলজিইডির কয়েকটি কাজ তখন তিনি পেয়েছিলেন। মেহেরপুরের সর্বহারা নামে আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টির কারণে তার কাজ হচ্ছিল

জমিদার ঐতিহ্যের ভগ্নদশা সযত্নে লালন করে চলছে পরিবারটি। তিনতলা দালান। ইটগুলো ক্ষয়ে পড়ছে। চারদিকের দেয়াল শ্যাওলায় ছেয়ে যাচ্ছে। সামনে বিশাল মাঠ। অনেকটা পরিত্যক্ত। এ বাড়ির সন্তান সাথী বোস

'টিপু ছিল আমার খেলার সাথী। আমাদের বিয়ের চৌদ্দ বছর আগে থেকে ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। তার জন্য ধর্ম ত্যাগ করেছি। আমার দুটো সন্তান রয়েছে। আমি ওকে হত্যা করবো কোন হিসেবে'

- সাথী বোস

টিপুর রহস্যজনক মৃত্যু আজও উদঘাটিত হয়নি

বাধাগ্রস্ত। আইন পরীক্ষায় পাস করে সাথী মেহেরপুর আদালতে ততদিনে প্র্যাকটিস শুরু করেন। এ সময় সাথীও হয়ে পড়েন বেশ ব্যস্ত। এ সময় নানা টানাপড়েনে টিপুর দিন কাটতে থাকে। '৯৫ সালের ২৫ মে বোস বাড়ির নিচতলায় নির্জন একটি কামরা থেকে উদ্ধার করা হয় টিপুর গলিত মৃতদেহ। গলায় ফাঁস, পা রশি দিয়ে বাঁধা। সাথী বোস বলেন, টিপু ছিল স্থানীয় কুরিয়ার সার্ভিসের এজেন্ট। দুই দিন বাড়ির নিচের কুরিয়ার সার্ভিসের অফিস বন্ধ ছিল। টিপু গিয়েছিল কাজের কথা বলে বাইরে। ডাকঘরের চাবি তার কাছে ছিল এ কারণে আমি মাছুম নামের একটি ছেলেকে ডেকে কুরিয়ার সার্ভিস অফিসের তালা খোলাই। ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর একটি চিরকূট দেখতে পাই। যাতে লেখা, আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। এই কাগজ পাওয়ার পর কান্নায় ভেঙে পড়ি। পাশের রুম খোলার চেষ্টা করলে দেখি ভেতর দিয়ে আটকানো। তখন মাছুম দৌড়ে দরজাটি ধাক্কা দেয়। শিকল খুলে যায়। ঘরের ভেতর ঢুকে টিপুর লাশ পড়ে থাকতে দেখি। থানা থেকে খবর পেয়ে পুলিশ আসে। মৃতদেহ থানায় নিয়ে যায়। আমি আমার স্বামীর লাশের সঙ্গে থানায় যাই। থানায় আমার ভাসুর আমাকে মামলা করতে দেয় না। আমাকে এ মৃত্যুর জন্য দায়ী করতে থাকে। সে নিজেই বাদী হয়ে মামলা করে।

এদিকে টিপুর মৃত্যুকে নিয়ে মেহেরপুরের রাজনৈতিক অঙ্গনেও আলোচনা শুরু হয়। সাথী আওয়ামী লীগের মহিলা শাখার সভানেত্রী ছিলেন। এ কারণে বিরোধী শিবির টিপুর মৃত্যুতে বিচারের দাবি তুলে মেহেরপুরে হরতাল, মিছিল করে। বিষয়টিকে করে তোলে রহস্যজনক। মৌলবাদী অংশ নতুন সমালোচনার জন্ম দেয়। তারা বলা শুরু করে, হিন্দুর মেয়ে সাথী মুসলমান ছেলে টিপুকে মেরে ফেলেছে। এ আন্দোলনের মূল নেতৃত্বে ছিল মেহেরপুরের পৌরসভার চেয়ারম্যান মোতাসের বিল্লা মতু, তৎকালীন উপজেলা চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম বাবু, বর্তমান এমপি মাছুদ অরুণ। পরে পুলিশের সন্দেহের তালিকায় চলে আসে পৌরসভার চেয়ারম্যান। টিপুর বড় ভাই মেহেরপুর বিএম প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক আব্দুল মতিন মেহেরপুর থানায় বাদী হয়ে মামলা দায়ের করে। মামলায় সন্দেহজনক আসামি করা হয়

'টিপুকে আমি ছেলের মতই দেখতাম। ও আমাদের সুখে-দুঃখে সব সময় পাশে থাকতো। ওর মা আমাকে একদিন আমার ছেলে হিসেবেই ওকে আমার হাতে তুলে দিয়েছে। সাথী ও টিপুকে ছোট বেলায় এক সঙ্গে ভাত খাইয়ে দিতাম। টিপুর ব্যবসা করার জন্য আমি আমার গয়না বেচে টিপুকে টাকা দিয়েছি'

বাণী বোস
সাথী'র মা

বাবা'র স্মৃতি নিয়েই সোহাগের পথ চলা

সাথী, তার মা বানী বোস, মুহুরি রেজাউল, উকিল মিয়াজানকে। সন্দেহের তালিকায় থাকে আরো অনেকে।

পুলিশ ১১ জুন সাথী, তার মা বানী বোস, সাথীর দুই সন্তানকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ তাদের তিন দফায় ১৩ দিন জিজ্ঞাসাবাদ করে। নানাভাবে মানসিক নির্যাতন করে। পরবর্তীতে মানবাধিকার সংগঠনের সহায়তায় হাইকোর্টে জামিন পেয়ে সাথী ও তার মা জেল থেকে মুক্তি পান। হাইকোর্টে বিজ্ঞ বিচারক জামিনের আদেশে বলেন, ট্রায়াল চলাকালীন জামিনের অপব্যবহার না করলে আসামিদের জামিন নামঞ্জুর করা যাবে না।

এখানেও নষ্ট রাজনীতি

টিপু হত্যা মামলাটি সাতজন পুলিশ কর্মকর্তা গত ছয় বছর ধরে তদন্ত করেছে। সিআইডিও তদন্তের ভার নিয়েছিল। তদন্তকারীরা মূল হত্যাকারী কে তা উদ্ধার করতে অনেকাংশই ব্যর্থ হয়েছে। তদন্তকারী কোনো কর্মকর্তাই 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়' চিরকূটটি টিপুর কিনা তা পরীক্ষার জন্য পাঠায়নি। মামলার এই গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টটি এখন সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মূল কাগজটি সরিয়ে অন্য কাগজ রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আসামি ও বাদীপক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে প্রভাব খাটিয়ে চিরকূটটি সরিয়ে ফেলার অভিযোগ আনছে। তবে ময়নাতদন্তে ফাঁস দিয়ে টিপুর মৃত্যুর কথাই বলা হয়েছে। মামলার সাক্ষীরা বলেছে, টিপুর সঙ্গে সাথীর শেষ দিকে প্রায় ঝগড়া হতো। সাতজন পুলিশ কর্মকর্তার তদন্তের পর মামলায় চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট পেশ করা হয়। চূড়ান্ত প্রতিবেদনের আলোকে '৯৭ সালে আমলী আদালত সন্দেহজনক আসামিদের মুক্তি দেয়। বাদী আব্দুল মতিন

দায়রা জজ আদালতে রিভিশন দরখাস্ত করেন। জুডিশিয়াল তদন্তের দাবি জানান। দায়রা জজ জুডিশিয়াল তদন্তের আদেশ দেন। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল হককে তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়। সম্প্রতি তিনি তদন্ত রিপোর্ট জমা দেন। এই রিপোর্টের আলোকে সাথী, তার মা বানী বোস, রেজাউল হক, আব্দুল বারীকে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হাজির হতে বলা হয়। এদিন সাথী ও তার মা আদালতে হাজির হন। আদালত তাদের হাইকোর্টের জামিনের আদেশ উপেক্ষা করে কোর্ট হাজতে পাঠায়। এ সময় আদালতে সাথীর দুই ছেলে শুভ ও সোহাগ কান্নায় ভেঙে পড়ে। কোর্ট হাজতে সাথী ও তার ৬৫ বছর বয়সী বৃদ্ধ মা বানী বোসকে সারা রাত কাটাতে হয়। দায়রা জজ ২৬ আগস্ট সাথী ও সাথীর মা বানী বোসকে জামিন দেন। হাইকোর্টের নির্দেশের পর ম্যাজিস্ট্রেট তাদের আটকের নির্দেশ দেয়ায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। অনুসন্ধানে জানা গেছে, টিপু হত্যার আদালতে জিআর মামলা নম্বর ছিল ৫২/৯৫। তদন্ত কমিটির রিপোর্টের পর মামলার নম্বর পরিবর্তন করা হয়। মামলার নম্বর দেখানো হয় সিআর ৪০০/২০০২।

মামলাটি নিয়ে এমন রহস্যজনক আচরণের কারণ অনুসন্ধানে জানা গেছে, মামলাটির সঙ্গে রয়েছে রাজনৈতিক যোগসূত্র। জোট সরকারের প্রতিপক্ষ ঘায়েলের চেষ্টা। অভিযোগ রয়েছে, স্থানীয় জোটের নেতা-কর্মীদের চাপে প্রশাসন মামলাটি নিয়ে তৎপর হয়ে উঠেছে। প্রভাব খাটাতে চেষ্টা করছে। মামলার আসামি থেকে বাদ পড়েছে প্রভাবশালী উকিল মিয়াজান

এবং আরো অনেকে।

টিপুর মৃত্যু : নেপথ্যে সম্পত্তি

জমিদার বাড়ির বৌ বানী বোস আদালতের মাধ্যমে ফিরে পেয়েছিলেন বোস বাড়ির অধিকার। সম্পত্তির অংশ। সম্পত্তি পেয়ে বানী বোস ফিরে আসেন বাড়িতে। নানা মহল তার প্রাপ্ত সম্পত্তি দখলের চেষ্টা শুরু করে। এসময় তিনি টিপুকে বাড়ির সামনের মাঠটি, প্রায় ২৫ শতাংশ জমি লিখে দেন। টিপু তার বাবার কাছ থেকে ১৪ বিঘা মাঠের জমিও পান প্রায় একই সময়ে। শহরের ওপর এসব সম্পত্তির দাম প্রায় কোটি টাকা। মূলত এ সম্পত্তি টিপুর জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। অভিযোগ রয়েছে, টিপুর বড় ভাই ও পরিবারের সদস্যরা এ সম্পত্তি দখলের জন্য মামলায় সাথী ও তার মাকে আসামি করেছে। সাথী ২০০০কে বলেন, 'প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করার জন্যই তারা আমাকে আসামি করেছে। আমার ধারণা, প্রকৃত খুনির সঙ্গে তাদের যোগসূত্র রয়েছে। আমার স্বামীর চৌদ্দ বিঘা সম্পত্তি তারা ভোগ করছে।'

অনেকেই তো টিপুর মৃত্যুর পেছনে আপনাকে সন্দেহ করছে? এ প্রশ্নের জবাবে

'আমি সাথীর রক্তকে স্বীকার করি না। যদিও সে নিজে বোস পদবিটি ব্যবহার করে'

বাবুয়া বোস

সাথী বলেন, 'টিপু ছিল আমার খেলার সাথী। আমাদের বিয়ের চৌদ্দ বছর আগে থেকে ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। তার জন্য ধর্ম ত্যাগ করেছি। আমার দুটো সন্তান রয়েছে। আমি ওকে হত্যা করবো কোন হিসেবে'। সাথীর মা বানী বোস বলেন, টিপুকে আমি ছেলের মতই দেখতাম। ও আমাদের সুখে-দুঃখে সব সময় পাশে থাকতো। ওর মা আমাকে একদিন আমার ছেলে হিসেবেই ওকে আমার হাতে তুলে দিয়েছে। সাথী ও টিপুকে ছোট বেলায় এক সঙ্গে ভাত খাইয়ে দিতাম। টিপুর ব্যবসা করার জন্য আমি আমার গয়না বেচে টিপুকে টাকা দিয়েছি'। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বানী বোস বলেন, 'টিপুকে আমি হত্যা করতে পারি না। সব ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত। আমার সম্পত্তি দখলের জন্য। আমি খেয়ে না খেয়ে সাথীকে অ্যাডভোকেট বানিয়েছি। টিপুর সঙ্গে ধর্মের মিল না থাকাতেও বিয়ে দিয়েছি। ভেবেছি মেয়ে আমার সুখী হবে। এখন শুধু ভাবি ওদের সন্তান দুটোর ভবিষ্যৎ কি'? টিপুর বড় ভাই বাদী আব্দুল মতিন মামলা পরিচালনার সঙ্গে সম্পত্তি দখলের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ভাইয়ের বউকে কেন আসামি করা হলো? প্রশ্নের জবাবে স্কুল শিক্ষক আব্দুল মতিন বলেন, 'বোস বাড়ির নিচতলায় টিপুর গলিত লাশ পাওয়া গেছে। মৃত্যুর পর সাথী আমাকে বলেছে এটা আত্মহত্যা। মামলা করতে চায়নি। আমি বাদী হয়ে মামলা করেছি। তাকে আমার সন্দেহ হয়েছে'। টিপু ও বোস বাড়ির সম্পত্তি দখলের জন্য প্রভাবশালী মহলের ইন্ধনেই তো মামলা চালিয়ে যাচ্ছেন? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'মামলা পরিচালনার সঙ্গে সম্পত্তির কোনো সম্পর্ক নেই। ভাই হত্যার বিচার চাই। আমি আমার ভাইয়ের সব সম্পত্তি রক্ষা করছি ভাইয়ের দুই সন্তানের জন্য'। এলজিইডির কাজের অর্থ কেন তুলে নিয়ে আসছেন? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি টিপুর

'বোস বাড়ির নিচতলায় টিপুর গলিত লাশ পাওয়া গেছে। মৃত্যুর পর সাথী আমাকে বলেছে এটা আত্মহত্যা। মামলা করতে চায়নি। আমি বাদী হয়ে মামলা করেছি। তাকে আমার সন্দেহ হয়েছে'

আব্দুল মতিন
বাদী

একটি টাকাও খরচ করিনি। বরং টিপুর পাওনা টাকা তুলে তার অ্যাকাউন্টে জমা দিচ্ছি'। তিনি বলেন, হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করার পর পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক একটু খারাপ ছিল'। মেহেরপুরের ব্যবসায়ী শরীফ বলেন, 'টিপু হত্যার পেছনে নানা তথ্য শোনা যায়। তবে মূলে রয়েছে এই সম্পত্তির হিসাব। নানা স্বার্থান্বেষী মহলের সম্পত্তি দখলের চেষ্টার কারণেই তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে'।

মামলা : প্রভাবের চেষ্টা

জমিদার বোস পরিবারে জন্ম নিয়েও সাথী পায়নি এ পরিবারের সন্তানের অধিকার। তিন বছর বয়সে পিতৃহারা সাথীকে বোস পরিবারের অধিকার আদায়ে লড়তে হয়েছে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে টিপুকে বিয়ে করেছে। হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করায় টিপুর পরিবার থেকে তিনি পাননি স্বীকৃতি। বংশ ও ধর্মের পরিচয়হীনতার মাঝে পড়ে সাথীর জীবন চলছিল। টিপুর রহস্যজনক মৃত্যুর পর সে টিপু হত্যার আসামি হয়েছেন। মেহেরপুরের রাজনীতি ও প্রশাসনিক দ্বন্দ্বের মধ্যে তিনি এখন পড়ে গিয়েছেন। জোট সরকার এ মামলাকে কেন্দ্র করে

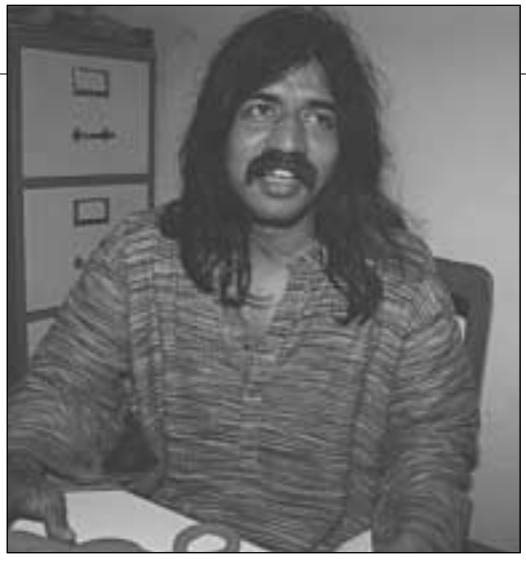

'টিপুর হত্যাটি খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। তাদের লোকজন জড়িত থাকার কারণে বিগত সরকার মামলাটি নষ্ট করে দিতে চেয়েছে। প্রকৃত আসামিদের মামলা থেকে বাদ দিতে চেয়েছে। আমরা টিপু হত্যার সঠিক বিচারের জন্য মামলাটি গতিশীল করতে চেয়েছি'

মাসুদ অরুণ
সংসদ সদস্য, মেহেরপুর সদর

বোস বাড়ির এই নির্জন কক্ষেই পাওয়া যায় টিপুর লাশ

ঘায়েল করতে চায় প্রতিপক্ষকে। মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মাস্টার মান্নান বলেন, 'সাথী এক সময় আওয়ামী লীগের মহিলা কমিটির সভানেত্রী ছিল। এ কারণে এ মামলাটি পুনর্জীবিত করা হলো আমাদের ঘায়েল করতে। বাবলু নামে একজন সম্প্রতি খুন হয়েছে। আমাকে সে খুনের আসামি করা হয়েছে। ষাট বছর বয়সে আমাকে আড়াই মাস জেলে থাকতে হয়েছে। সবই তারা করছে প্রতিহিংসার কারণে।' তবে আওয়ামী লীগ নেতার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মেহেরপুর সদরের সংসদ সদস্য ও বিএনপি সভাপতি মাছুদ অরুণ। তিনি ২০০০কে বলেন, টিপুর হত্যাটি খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। তাদের লোকজন জড়িত থাকার কারণে বিগত সরকার মামলাটি নষ্ট করে দিতে চেয়েছে। প্রকৃত আসামিদের মামলা থেকে বাদ দিতে চেয়েছে। আমরা টিপু হত্যার সঠিক বিচারের জন্য মামলাটি গতিশীল করতে চেয়েছি। আমি নিজে টিপু হত্যার পর মিছিল করেছি। এই হত্যা ও মামলার পেছনে সম্পত্তি দখলের চেষ্টা আছে কি? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, একটা ঘটনার সঙ্গে নানা হিসাব থাকতে পারে। অনেকেই মামলাটি স্বার্থসিদ্ধির কৌশল হিসেবে নিতে পারে। আমি বিচার চাই, মামলার পেছনে আমার স্বার্থ নেই। পৌরসভার চেয়ারম্যান মোতাসের বিল্লা মতু বলেন, টিপুর মৃত্যুটি খুবই দুঃখজনক। শেষ দিকে এসে টিপুর সঙ্গে সাথীর সম্পর্কের টানাপড়েন চলছিল বলে শুনেছি। আসলে সাথীর উকিল হওয়াই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আপনারা পৌরসভা থেকে বোস বাড়ির মাঠে সিনেমা হল করতে চেয়েছিলেন নাকি। টিপুকে চাপ দিচ্ছিলেন ? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'পৌরসভা কখনও সিনেমা হল করে না। আপনার শোনা কথাটি ঠিক নয়। আমি টিপু হত্যার পর মিছিল করেছি। পরে আমাকেই সন্দেহ করা হয়েছে।' মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক আবুল কাশেম বিচারাধীন মামলা বলে কোনো কথা বলতে অস্বীকার করেন। তিনি শুধু ২০০০কে বলেন, ম্যাজিস্ট্রেট তাকে কোর্ট হাজতে দিয়েছে পরের মামলায়। আগের মামলায় নয়। সাথীর পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে। জেলা প্রশাসক হিসেবে আপনি জানেন কি না? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি শুনিনি। কয়েকদিন আগেও সাথীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। সে কিছু বলেনি।'

মেহেরপুরের আইনজীবী ও বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের একরামুল হক হীরা ২০০০কে বলেন, 'হাইকোর্ট আসামিদের জামিন দিয়েছে। আদেশে বলেছে, ট্রায়াল চলাকালীন জামিনের অপব্যবহার না করলে জামিন বলবৎ থাকবে। অথচ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট তাদের হাইকোর্টের জামিনের আদেশ উপেক্ষা করে হাজতে পাঠিয়েছে। এটা আইন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন।' ব্যারিস্টার তানিয়া আমির বলেন, 'আসলে সাথী একজন নারী হওয়ার কারণে এ ধরনের নির্যাতন চলছে। হাইকোর্টের জামিন ম্যাস্টিট্রেট কোর্ট বাতিল করতে পারে না। এ ধরনের ঘটনা উচ্চ আদালত অবমাননার শামিল।'

বাঙালি নারীর অসহায়ত্ব কতকালে ঘুচবে

তিন বছর বয়সে জন্মস্থান ত্যাগে বাধ্য হতে হয়েছিল সাথী বোসকে। মা বানী বোসের হাত ধরে তখনই শুরু হয়েছিল অনিশ্চয়তার পথে যাত্রা। আজকে আটত্রিশ বছর বয়সেও তিনি পাচ্ছেন না নিশ্চয়তা।

ভালোবাসার মানুষ, স্বামীকে হত্যার মামলায় তাকে জড়ানো হয়েছে কোনো সুস্থ চিন্তা থেকে নয়। তা বোঝা যায় বাদী টিপুর ভাইয়ের আচরণ থেকে। তিনি টিপুর জায়গা দখল করেছেন অথচ কোনোদিন টিপুর সন্তান শুভ, সোহাগের খোঁজ রাখেননি। বড় ছেলে মেহেরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র সোহাগেরও ধারণা, চাচারা বাবার সম্পত্তি দখলের জন্য মাকে আসামি করেছে। সেও বুঝতে শিখেছে তার মা বিপদে পড়লে নষ্ট হবে তার শেষ আশ্রয়, অবলম্বন। নষ্ট রাজনীতিবিদ, জমিদার বাড়ির সদস্যরাও তাদেরকে বঞ্চিত করবে কোটি টাকার সম্পদ থেকে। মামলা হয়েছে টিপু হত্যার বিচারের জন্য। কিন্তু নেপথ্যে রয়েছে এক অসহায় নারীকে বঞ্চিত করার নীল নকশা। হয়তো এরকম অনেক অঙ্কের যোগফলের হিসাবেই প্রাণ দিতে হয়েছে টিপুকে।

'সাথী এক সময় আওয়ামী লীগের মহিলা কমিটির সভানেত্রী ছিল। এ কারণে এ মামলাটি পুনর্জীবিত করা হলো আমাদের ঘায়েল করতে। বাবলু নামে একজন সম্প্রতি খুন হয়েছে। আমাকে সে খুনের আসামি করা হয়েছে। ষাট বছর বয়সে আমাকে আড়াই মাস জেলে থাকতে হয়েছে। সবই তারা করছে প্রতিহিংসার কারণে।'

মাস্টার মান্নান
সাধারণ সম্পাদক, আওয়ামী লীগ
মেহেরপুর জেলা শাখা

আমরা প্রাচ্যের সংস্কার, পরিবার, প্রেম নিয়ে গর্ব করি। বলি এখানে চাচা, খালা, মামা সবাই বাবা-মা'র মতো অভিভাবক। কিন্তু আসলে কী? যখন একজন আর্থিক দিক দিয়ে অন্য শ্রেণীতে চলে যান তখন সবাই হয়ে ওঠে তার প্রতিপক্ষ। যেভাবে সম্ভব, তাকে ঘায়েল করি। টিপুর মৃত্যুর পর সোহাগকে তার চাচা স্নেহ, সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে যায়নি। গিয়েছে এমন এক মামলা নিয়ে যেখানে সোহাগের অসহায় মা আরো অসহায় হয়ে পড়েন। রাজনীতিবিদরা তুলছেন ধর্মের সুর। প্রশাসন জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছে বিষয়টি।

'টিপুর মৃত্যুটি খুবই দুঃখজনক। শেষ দিকে এসে টিপুর সঙ্গে সাথীর সম্পর্কের টানাপড়েন চলছিল বলে শুনেছি। আসলে সাথীর উকিল হওয়াই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল'

মোতাসের বিল্লা মতু
চেয়ারম্যান, মেহেরপুর পৌরসভা

আসলে প্রতিটি স্বার্থান্বেষী পক্ষই আছে ফায়দার অপেক্ষায়। এরা জানে, আমাদের সমাজ এখনও দিতে পারেনি একজন নারীকে সুস্থ থাকার নিশ্চয়তা। সবার বক্র চোখ সেখানে নিবদ্ধ।

এত বক্র চোখের মধ্যে সাথী বোসদের কন্টকময় পথচলা। সঙ্গী নীরবে-নিভৃতে ফেলা দু'ফোঁটা অশ্রু। আর সন্তানদের মুখ দেখে সান্ত্বনা দেন নিজেকে, একদিন সময় বদলাবে। তিনি জানেন না, কবে আসবে সেই দিন। যেদিন হৈমন্তী, বিলাসী, সিমির মতো তাকে হেরে যেতে হবে না জীবন সংগ্রামে।

ছবি : **এন্ড্রু বিরাজ**

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

মুক্তমনের ত্রিশোর্ধ্ব নিঃসঙ্গ, ভাবি, বিধবাদের সঙ্গে পত্রমিতালী ও বন্ধুত্বে আগ্রহী। দার্জিলিং, তাজমহল ভ্রমণে সঙ্গিনী চাই। ফোন নম্বর ও বিস্তারিত ঠিকানাসহ লিখুন— টিটু, বক্স- ২৮৩, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

১৪ সেপ্টেম্বর, শনিবার সন্ধ্যা পৌনে সাতটায় শেরাটন হোটেলের সামনে থেকে প্রিমিয়াম বাসে ওঠা সেই যুবকটির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যার পরনে ছিলো হলুদের মধ্যে কালো স্ট্রাইপ টি-শার্ট, সম্ভবত কালো প্যান্ট। হাতে একটা ব্যাগ। বাসে উঠে জানালার পাশে বসে পেয়ারা খাচ্ছিলেন। দয়া করে যোগাযোগ করলে খুশি হবো।— কাজল, বক্স নং ২৮১, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

বুয়েটের ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পাত্র (৩২) নম্র ও ভদ্র, নিজ নামে ঢাকায় ফ্ল্যাট এবং আগামী বছর বিদেশগামী। বিবিএ, কম্পিউটার সায়েন্স, এ লেভেল বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির স্মার্ট পাত্রী আবশ্যক।— ইখতিয়ার-৯৬৭১৪৬৮ (রাতে বা ছুটির দিনে)

***

৯ আগস্ট রাইফেল স্কোয়ারের 'Agora'তে কেনাকাটা সেরে Gift Coupon পূরণ করতে গিয়ে দেখলাম কলমটা নেই। পাশেই এক তন্বী তরুণী Coupon fillup করছিলেন। তাকে বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করলে তিনি সানন্দচিত্তে আমারটা পূরণ করে দিলেন। তার ব্যবহার, তার চেহারা মনের মণিকোঠায় গেঁথে গেছে। যদি তার কোনো আপত্তি না থাকে তবে আমাকে লিখতে পারেন ছবি/ফোন নম্বরসহ। আমি বিসিএস (Taxation) সার্ভিসে কর্মরত, ধানমন্ডিতে বাড়ি আছে। বন্ধুত্ব হলে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাবো। এই প্রতিশ্রুতিতে।— বিজ্ঞাপন দাতা, জিপিও বক্স ২১৫৯, ঢাকা-১০০০

***

বন্ধুত্ব বা জীবনসঙ্গী: পারস্পরিক চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি, রুচি ও পছন্দ-অপছন্দের সামঞ্জস্যতার ভিত্তিতে হলেই ভালো হয়। নইলে সেখানে সময়ের পরিক্রমায় প্রাণহীন সাহারার আগমন ঘটে।— আকাশ, বক্স-২৭১, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইলো না কেহ'। সদ্য ফোটা পদ্ম ফুলের মতো সুন্দর, শিক্ষিতা ও সংস্কারমুক্ত উচ্ছল তরুণী অথবা সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী, স্মার্ট ভাবিদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিবিড় বন্ধুত্বের প্রত্যাশায়।— সোহেল, বক্স নং ২৭৭, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০